দৈনিক
ইত্তেফাক

14 SEP 2009
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১

বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালনার নীতিমালার শর্ত মানছে না

॥ নিজামুল হক ॥

দেশে যেসব বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে এর মধ্যে একটিও প্রতিষ্ঠান পরিচালনার নীতিমালার সকল শর্ত মানছে না। বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানই চলছে জোড়াতালি দিয়ে। ক্লাস, পরীক্ষা ছাড়াই এসব প্রতিষ্ঠান সার্টিফিকেট বিক্রি করছে। কোন প্রযুক্তি ব্যবহার হয় না প্রতিষ্ঠানগুলোতে। ফলে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে অদক্ষ কর্মী বের হচ্ছে প্রতিনিয়ত। একদিকে কারিগরি শিক্ষার এই বেহাল দশা অন্যদিকে নতুন করে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এফিলিয়েশনের জন্য প্রতিদিন চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে কারিগরি শিক্ষাবোর্ডে। যেসব প্রতিষ্ঠান এফিলিয়েশনের জন্য আবেদন করেছে সেগুলোর অবস্থা আরো শোচনীয়। কোনমতে একটি ভাড়া বাড়ি নিয়ে হাতেগোনা কিছু যন্ত্রপাতি নিয়েই আবেদন করেছে। এসব আবেদনে সংসদ সদস্যদের সুপারিশও রয়েছে। এছাড়াও এর মধ্যে বড় একটি অংশ আবেদন এসেছে যাতে শর্ত শিথিল করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগের নির্দেশনা রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে কারিগরি শিক্ষাবোর্ড রয়েছে চাপের মুখে।

কারিগরি শিক্ষাবোর্ড সূত্র জানিয়েছে, নতুন প্রতিষ্ঠান এফিলিয়েশনের জন্য এ পর্যন্ত কয়েকহাজার আবেদন এসেছে। অনেকে আবেদন করে মন্ত্রী, সংসদ সদস্যদের সুপারিশ নিয়ে শিক্ষাবোর্ডে গিয়ে চাপ প্রয়োগ করছেন। অনেকে সংশ্লিষ্ট বিভাগে গিয়ে কর্মচারি কর্মকর্তাদের হুমকি দেন বলেও জানা গেছে।

খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, বর্তমানে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে এমন অনেক প্রতিষ্ঠানের মালিকও কারিগরি শিক্ষাবোর্ডে গিয়ে প্রভাব খাটান। সরকার দলীয় সংসদ সদস্যদের নাম ব্যবহার করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এফিলিয়েশনের জন্য বোর্ডে চাপ প্রয়োগ করে। খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, যেসব আবেদন আসছে এর মধ্যে বেশিরভাগই সরকার দলীয় সংসদ সদস্যের সুপারিশ রয়েছে। নীতিমালা শর্ত আমলে না নিয়েই এসব আবেদনের ওপর স্বাক্ষর করেছেন, এফিলিয়েশনের জন্য সুপারিশ করেছেন।

বেসরকারিভাবে দেশের ডিপ্লোমা পর্যায় থেকে নিম্নস্তর পর্যন্ত কারিগরি শিক্ষার অনুমোদন দিয়ে থাকে কারিগরি শিক্ষাবোর্ড। এসব প্রতিষ্ঠানের তদারকিও করে থাকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ এ প্রতিষ্ঠানটি। দেশে বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন মেয়াদে কম্পিউটার কোর্সসহ চলছে যেমনি ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন ভোকেশনাল এডুকেশন, ডিপ্লোমা ইন টেকনিক্যাল এডুকেশন, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন মেডিকেল বিষয়ে চালু রয়েছে। এর পাশাপাশি শিক্ষার মান রক্ষায় তদারকির জন্য একটি নীতিমালা রয়েছে। কিন্তু বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো নীতিমালা না মেনেই চালু করে প্রতিষ্ঠানগুলো। প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, শিক্ষক, ব্যবহারিক যন্ত্রপাতি ছাড়াই চালু করে চার বছর ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স।

বর্তমানে সারাদেশে ১২৯ টি বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ৮৯টি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ২৩টি টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, ৪২টি মেডিক্যাল টেকনোলজী প্রতিষ্ঠান চালু রয়েছে। কিন্তু বেসরকারিভাবে পরিচালিত এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষার মান রক্ষা রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, কারিগরি শিক্ষা উপকরণ ছাড়া দক্ষ জনশক্তি গড়া সম্ভব নয়। এছাড়া সরকার ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার কারিগরি শিক্ষা থেকে বের হওয়া এসব অদক্ষ জনশক্তি বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবুল কাশেম ইত্তেফাককে বলেন, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এফিলিয়েশনের জন্য কয়েকশ' আবেদন এসেছে। এভাবে প্রতিনিয়ত আবেদন আসছে। তিনি বলেন, যে সব প্রতিষ্ঠান থেকে এফিলিয়েশনের জন্য আবেদন এসেছে, এর বেশিরভাগই নীতিমালার শর্তের বাইরে। কিন্তু এসব আবেদনপত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা কোন সংসদ সদস্যদের সুপারিশ থাকে তাহলে আমাদের নিরুপায় থাকতে হয়। তিনি আরো বলেন, কারিগরি শিক্ষা বোর্ড থেকে অনুমোদন নিয়ে যেসব কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চলছে এগুলোর বেশিরভাগই শর্ত মানছে না। এক ধরনের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। এদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া যাচ্ছে না। কোন ব্যবস্থা নেয়া হলে কোন সংসদ সদস্যকে দিয়ে আমার ওপর চাপ প্রয়োগ করে। তিনি আরো বলেন, বর্তমান সরকার কারিগরি শিক্ষার ওপর জোর দিয়েছে। কারিগরি শিক্ষায় সরকারের নীতি বাস্তবায়ন করতে হলে এসব প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে অচিরেই ব্যবস্থা নিতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এফিলিয়েশনের বিষয়ে আরো কঠোর হতে হবে।

অদক্ষ কর্মী বের হচ্ছে প্রতিনিয়ত

শিক্ষাবিদ নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এফিলিয়েশনের জন্য সংসদ সদস্য এবং মন্ত্রীরাও আমাদের কাছে অনুরোধ করে। তাদের বিষয়গুলোও বিবেচনায় রাখতে হয়। তবে মানহীন এফিলিয়েশন দেয়া হবে না। তিনি বলেন, কারিগরি শিক্ষার মান উন্নয়নে ও প্রসারে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। তবে কারিগরি শিক্ষা প্রসারের নামে কোন ব্যবসা চালানো যাবে না। শিক্ষা নীতি চূড়ান্ত হলে এ নীতি অনুযায়ীই কারিগরি শিক্ষা কার্যক্রম চলবে। তিনি বলেন, সব কিছুই ঠিক হবে, তবে একটু সময় লাগবে। আমরা চাই কারিগরি শিক্ষার উন্নয়ন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (কারিগরি) কে এম মোজাম্মেল হক বলেন, সঠিক নীতিমালা না মেনে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালানো হলে শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে না। তিনি বলেন, সরকার দলীয় কিছু সংসদ সদস্যদের অনুরোধ আসে। তবে ঢালাওভাবে অনুমোদনে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কোন সুপারিশ ও নির্দেশ দেয় না এবং দেবেও না। তিনি বলেন, নিয়ম-নীতি না মেনে ঢালাওভাবে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দেয়া হলে তা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক নিতাই চন্দ্র সূত্রধর বলেন, কারিগরি শিক্ষার নামে কোন ব্যবসা চালানো ঠিক নয়। এ বিষয়ে সরকার বিশেষ দৃষ্টি দিচ্ছে। তিনি বলেন, আমি কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান থাকাকালে প্রতিষ্ঠান এফিলিয়েশনের শর্ত না মেনে চলার কারণে অনেক প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী ভর্তিতে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিলাম। তবে এদের বিরুদ্ধে আরো কঠোর ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন বলে তিনি মত দেন। তিনি বলেন, কারিগরি শিক্ষার নামে ঢালাওভাবে নীতিমালা না মেনে এফিলিয়েশন দেয়া হলে কারিগরি শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে না।